দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 07 AUG 2008 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

জবিতে দু'টি ছাত্রাবাস নির্মাণের পরিকল্পনা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশেষ দু'টি হল নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে। আগামী ১২ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বৈঠকে তা তুলে ধরা হবে। শহরের বিভিন্ন মেসের দুর্বিষহ মেস জীবন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রক্ষা পাওয়ার জন্য এই আবাসন পরিকল্পনা নিয়েছেন তারা। জানা গেছে, দু'টি হলের মধ্যে একটি হল ছাত্রদের জন্য অপরটি হবে ছাত্রীদের জন্য। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাড়া পেলেই এ মাসেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তা পাঠানো হতে পারে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প ২০০৫ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত নির্ধারণ করা হলেও এর মধ্যে আবাসন ব্যবস্থার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। রাজধানী শহর ঢাকায় আবাসন ব্যবস্থা না রেখেই এ ধরনের প্রকল্প নেয়া নিয়ে রীতিমতো সমস্যায় পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। প্রাথমিকভাবে এটাকে অনাবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় চালিয়ে গেছেন কেউ কেউ। পরবর্তীতে পত্র-পত্রিকায় প্রতিবেদন ছাপা হওয়ায় কর্তৃপক্ষ ও সাধারণ শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী আর শিক্ষার্থীরা সচেতন হতে থাকে। তা নিয়ে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গত মাসে বিশ্ববিদ্যালয় আইনসংক্রান্ত একটি সংশোধনও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছেন। তবে তা এখন কি অবস্থায় আছে তা জানা যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন সূত্র জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আরো অনেক উদ্যোগ নিচ্ছে, তা হলো কলা ভবন ও সামাজিক বিজ্ঞান ভবনের সংস্কার কাজ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন ব্যবস্থা, ইউটিলিটি বিল্ডিং ডরমিটরি করার কাজ ও চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার উদ্যোগও। জানা যায়, ২০০৫ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদের ২৮ নং আইনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হয়। পরে ২০ অক্টোবর গেজেট আকারে তা প্রকাশিত হয়। ২০০৬ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভিসি হিসেবে অধ্যাপক ড. সিরাজুল খানকে নিয়োগ দেয়া হয়। ১ বছর সাত মাস বাকি থাকতেই তিনি ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে গত মাসের ১০-১২ তারিখ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পদত্যাগপত্র জমা দেন। পরে ঐ মাসের ২৩ তারিখ শিক্ষা মন্ত্রণালয় তা গ্রহণ করে তাকে জানিয়ে দিলে শেষ কর্মদিবস হিসেবে তিনি ২৬ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় নিয়েছেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী ট্রেজারার ড. আবু হোসেন সিদ্দিক অরগ্রাণ্ড ভিসির দায়িত্ব পান তার অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবেই। তিনি আবাসন সমস্যা উপলব্ধি করে এ পরিকল্পনা নিয়েছেন বলে ইনকিলাবকে জানিয়েছেন।